মেহেরপুরে লিচু উৎপাদন কম হলেও দামে খুশি বাগানিরা

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাগানের লিচু গাছে থোকায় থোকায় ঝুলছে লাল সবুজ রংয়ের লিচু। সুস্বাদু এ লিচু প্রতিবছরই জেলার চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি হয় রাজধানী শহর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। ইতোমধ্যে আটি জাতের লিচু বাজারজাত শুরু হয়েছে। জেলা জুড়ে চলছে লিচু বিক্রির মহাউৎসব। লিচু বাজারজাত করনে ব্যাস্ত সময় পার করছেন লিচু চাষিরা।

অনাবৃষ্টি,তাপদাহ ও বৈরী আবহাওয়ায় লিচুর উৎপাদন কম হলেও দামে পুসিয়ে নিচ্ছেন বাগান মালিকরা। আটি লিচু বিক্রি শুরু হলেও বোম্বাই,আতা বোম্বাই ও চাইনা থ্রী জাতের লিচুর পরিচর্যায় ব্যাস্ত চাষিরা। সুস্বাদু হওয়ায় এজেলার উৎপাদিত লিচুর চাহিদা সারা দেশেই। বিভিন্ন পাইকাররা আসছেন বাগান কিনতে। কৃষি বিভাগ বলছেন লিচুর ন্যায্য দাম পাচ্ছেন চাষিরা। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ক্ষতি পুসিয়ে লাভবান হবেন চাষিরা।

জেলা কৃষি বিভাগের দেয়া তথ্যমতে , প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। উক্ত বাগানে লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে ৬ হাজার টন ।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের লিচু চাষি মজিবর রহমান জানান, দুই বিঘা জমিতে আটি ও বোম্বাই লিচুর বাগান রয়েছে। উক্ত বাগানে গাছ রয়েছে ৪৫টি। সব গাছে এবার লিচু হয়নি। যে গাছে লিচু হয়েছে তা অতিমাত্রায় তাপদাহে গুটি ঝরে পড়ে উৎপাদন কম। তবে এবার লিচুর দাম ভাল পেয়ে কিছুটা হলেও ক্ষতি পুসিয়ে নিতে পারবেন।

বাগানমালিক আজগর আলী বরেন, প্রতি বছরেই মেহেরপুরের লিচুর চাহিদা দেশব্যাপী। প্রতিবছর আমাদের উৎপাদিত লিচু জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে থঅকি। কিন্তু এবছর উৎপাদন কম হওয়ায় জেলার চাহিদা পুরুন হয়ে বাইরের জেলাতে পাঠানো যাচ্ছেনা। তাছাড়া বাইরের জেলায় লিচুর যে দাম তা আমাদের জেলাতেই পাওয়া যাচ্ছে। বৈরী আবহাওয়াতে লিচুর ফলন কম হলেও দাম ভাল পচ্ছি॥ খরচ বাদ দিয়ে লাভবান হওয়ার আশা তার।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের লিচু বাগান মালিক হিরোক আলী